দৈনিক ইনকিলাব

আবারও নকলের মহোৎসব

শবাসী গত বৃহস্পতিবার আরো একবার নকলের মহোৎসব প্রত্যক্ষ করেছে। সএসসি পরীক্ষার ঐ প্রথম দিনে দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধে নকল য়েছে। নকল প্রতিরোধে সরকারের কথিত সকল ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ ফুৎকারে ড়িয়ে দিয়েছে নকলবাজরা। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, কোথাও কল সরবরাহকারীরা পরীক্ষা কেন্দ্র দখল করে নিয়েছে। কোথাও নকলবাজ ন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হামলা চালিয়ে নকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, কোথাও পরিদর্শকরা স্বয়ং নকলবাজদের সুবিধা করে দিয়েছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বহু কেন্দ্রে। পুলিশের ঙ্গে নকল সরবরাহকারীদের সংঘাত-সংঘর্ষও হয়েছে অনেক কেন্দ্রে। খবর মাতাবেক একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছুরিকাহত হয়েছেন। লাঞ্ছিত হয়েছেন সরকারী র্মকর্তাসহ পরিদর্শকদের অনেকে। এর মধ্যেও নকল করার অভিযোগে প্রায় হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। খবরা-খবরে বিশেষভাবে উল্লেখ রা হয়েছে, নকলের এই মহোৎসবে সরকারী দলের বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনের দস্যরা 'প্রধান ভূমিকা' পালন করেছে।

াত বৃহস্পতিবারের নকলবাজি পূর্ববর্তী বছরের একই পরীক্ষায় নকলবাজদের বপরোয়া দৌরাত্ম্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্যি বলতে কি, নকল াধীনতার পর থেকেই পরীক্ষার অপরিহার্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। াঝখানে কয়েক বছর নকলবাজি কিছুটা হ্রাস পেলেও বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তা নির্বাধরূপ নিয়েছে। গত বছর এসএসসি পরীক্ষা নুষ্ঠিত হয় নকলের নজিরবিহীন উৎসবের মধ্যদিয়ে। এবারের প্রথম দিনে পরীক্ষায় একই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। গত বছর নকলের খবর পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় শিক্ষামন্ত্রী খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। দোষ চাপিয়েছিলেন পত্র পত্রিকার ওপর। বলেছিলেন, নকল তেমন হচ্ছে না। বেশী বিক্রির জন্য সংবাদপত্র অতিরঞ্জিত করে ছাপছে। শিক্ষামন্ত্রীর এই উক্তি তখন বিভিন্ন মহলে ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়েছিল। এবার শিক্ষামন্ত্রী কি বলবেন, জানি না তবে পত্র-পত্রিকায় নকল উৎসবের যে সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাকে ঐরূপ দায়িত্বহীন উক্তি না করে এবার তার লজ্জা ও ব্যর্থতার কথা অকু ভাষায় স্বীকার করাই সঙ্গত হবে। এ কথাও তাকে মানতে হবে, যা বাস্তব দৃশ্যগ্রাহ্য, তাকে অস্বীকার করা যায় না। সত্যকে সহজে কবুল করে নেয় মধ্যেও এক ধরনের মহত্ত্ব আছে। গত বছরের অভিজ্ঞতা সামনে রেখে সংশ্লি কর্তৃপক্ষ এবার পরীক্ষা কেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নকল বন্ধে উপযু ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে, এমন প্রত্যাশা অমূলক ছিল না। কিন্তু বাস্তবে এ প্রত্যা পূরণ হয়নি। মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলে দায়িত্ব পালনে চ অপারগতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। পরীক্ষাকে এক খেল তামাশার বিষ পরিণত করেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, কোথাও কোথাও প্রশাসন, পুলি দুর্নীতিবাজ শিক্ষক-পরিদর্শক এবং স্থানীয় সরকারদলীয় নেতৃবৃন্দ যোগসাজ করে নকলের সুযোগ দিয়েছে। এর বিনিময়ে সংগৃহীত অর্থ তাদের মধ্যে ভা বাঁটোয়ারা হয়েছে। পরীক্ষা যখন অবৈধ অর্থ আদায়ের মাধ্যমে পরিণত হয়ে তখন এই পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে কি? পরীক্ষা আসলে পরীক্ষা ন নকল। পরীক্ষার নাম 'পরীক্ষা' না হয়ে 'নকল' হওয়াই উচিত। পরীক্ষা হ মেধা যাচাইয়ের উপায়। মেধা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠা ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে নকল যদি মুখ্য হয়, তাহলে মেধা যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। পরীক্ষা অনুষ্ঠান হয়ে যায় অপ্রয়োজনীয়। আমা পাবলিক পরীক্ষাসমূহ বিশেষত এসএসসি পরীক্ষা যেখানে নকলনির্ভর ও অবৈধাচারের উৎসে পরিণত হয়েছে, সেখানে বছর বছর এই পরী অনুষ্ঠানের আদৌ প্রয়োজন আছে কি-না তা ভেবে দেখতে হবে। পরীক্ষা তা অবশ্যই হতে হবে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, দুর্নীতিবর্জিত ও নকলমুক্ত।

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছি যে, পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বি প্রক্রিয়ার মধ্যে দুর্নীতি, অব্যবস্থা, দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতা অনড় শিকড় বি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নকল ছাড়াও প্রশ্নপত্র তৈরী, পরীক্ষার্থী নির্বাচন, নির্বাচন, খাতা, প্রবেশপত্র ও প্রশ্নপত্র পাঠানো, খাতা পরীক্ষা, ফলাফল নি ও ঘোষণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও দায়িত্বহীনতা সীমা ছা গেছে। এবারও অনেক পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্রের কারণে হয়রানির শি হয়েছে, অনেকে যোগিত কেন্দ্রে গিয়ে রোল নম্বর খুঁজে না পেয়ে বি হয়েছে, কোনো কোনো কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর চেয়ে প্রশ্নপত্র কম হওয়ায় কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে বিপন্ন হতে হয়েছে। নকলসহ এসব ঘটনা মনে হয়, 'পরীক্ষাকে' সম্পূর্ণ অকার্যকর ও অপ্রয়োজনীয় করে দেয়ারই অপচেষ্টা চলছে। নকল ও দুর্নীতিমুক্তভাবে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন মহল থেকে কম সুপ ও পরামর্শ দেয়া হয়নি। কিন্তু এসব সুপারিশ ও পরামর্শ কার্যকর বাস্তবায়ন করা হয়নি বা হচ্ছে না। প্রথম দিনের পরীক্ষায় উৎসবের মে নকল করার যে দৃশ্য দেখা গেছে, বাকী পরীক্ষাগুলোতে সেই একই দৃ তৈরী হবে কিনা, কর্তৃপক্ষই বলতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, প্রশাসন, পু শিক্ষক পরিদর্শক একযোগে সক্রিয়, দায়িত্বশীল ও কঠোর